যুগান্তর

26 JAN 2007
পৃঃ ৩ কলাম ৬

জবি'র হলগুলো এখনও বহিরাগতদের দখলে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

গ্রেফতার আতঙ্কে ভুগছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে দাবি আদায়ে আন্দোলনরত সাধারণ শিক্ষার্থীরা। সোমবার গ্রেফতারকৃত শিক্ষার্থীদের ছাড়িয়ে নিতে বৃহস্পতিবারও কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আন্দোলনের সঙ্গে জড়িতদের বহিষ্কারের হুমকি দেয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ভিসি ড. সিরাজুল ইসলাম খানের তিন ধরনের বক্তব্যে ক্যাম্পাসে সমালোচনার ঝড় বইছে। এক সপ্তাহ ধরে জবিতে সাধারণ শিক্ষার্থীরা পরিবহন সুবিধা, হল থেকে দখলদার উচ্ছেদ করতে সেনা অভিযান, শিক্ষক নিয়োগসহ ৭ দফা দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ভিসি ও প্রক্টরের নির্দেশে পুলিশ ও র‌্যাব সাধারণ শিক্ষার্থীদের ওপর বর্বরোচিত হামলা চালায় এবং সেখান থেকে ৮ ছাত্রকে গ্রেফতার করে।

সূত্র জানায়, ক্যাম্পাসে দুটি বৃহৎ ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ চাচ্ছে না ক্যাম্পাসে কোনরকম হৈচৈ হোক। কারণ আন্দোলন হলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন ক্যাম্পাসে আসবে। তখন পাঁচ বছর ধরে যারা ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি করেছে, তাদের পালিয়ে যেতে হবে। হলগুলোর মধ্যে বাণী ভবন রয়েছে ছাত্রদলের বহিরাগতদের নিয়ন্ত্রণে। বাকি হলগুলো থেকে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নামধারী কিছু নেতা নিয়মিত চাঁদা তোলে। অভিযোগ

দখলে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭.

দখলে : হল

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

রয়েছে, ছাত্রলীগের কিছু নেতা ও ছাত্রদলের চাপের কারণেই ভিসি কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। সোমবার বিকালে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কিছু বহিরাগত নেতা ভিসির সঙ্গে দেখা করার পরপরই ভিসি তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে সাধারণ শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে বিবৃতি দেন। এদিকে চারদিন হয়ে গেলেও গ্রেফতারকৃতদের ছাড়াতে ভিসি কোন পদক্ষেপ নেননি। এ অবস্থায় প্রক্টর আবুল খায়ের হুমকি দেন, আন্দোলন করলে সরাসরি পুলিশের হাতে তুলে দেয়া হবে। গ্রেফতারকৃতদের মুক্তির দাবিতে বৃহস্পতিবার সাধারণ শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন করে। তারা ভিসির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন শুরু করবে বলে জানায়।